পরীক্ষার ফল খবুই ভাল, অজস্র স্টার ঃ কলেজে সীট মিলবে তো?

খায়রুল আনোয়ার ঃ এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী স্টার নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগ পেয়েছে। বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে লেটারপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীও অসংখ্য ইতিপূর্বে কোন এসএসসি পরীক্ষায়ই এ ধরনের ফল দেখা যায়নি।

ঢাকা বোর্ডের কয়েকটি স্কুলের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অনেক স্কুলের সকল পরীক্ষার্থীই প্রথম বিভাগে পাস করেছে। আবার অনেক স্কুলের প্রায় সব পরীক্ষার্থীই স্টার নম্বর পেয়েছে।

ভিকারুন্নেছা নুন স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ১৭২ জন ছাত্রীর মধ্যে সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৫৯ ছাত্রী স্টার নম্বরও পেয়েছে। আইডিয়াল স্কুল এণ্ড কলেজে এবার পরীক্ষার্থী ছিল ২৬৮ জন। সবাই প্রথম বিভাগ পেয়েছে। রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ফলও একই। কলেজের ৮৩ জন পরীক্ষার্থীর সবাই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে স্টার পাওয়া ছাত্রের সংখ্যা ৭১। উদয়ন বিদ্যালয়ের একশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৯ জনই প্রথম বিভাগ পেয়েছে। সেন্ট যোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮৩ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে পাস করেছে। এদের মধ্যে স্টার পেয়েছে ৭৭ জন। শহীদ আনোয়ারা গার্লস কলেজের ৯৩ জন ছাত্রীর মধ্যে ৯২ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। উত্তীর্ণদের মাঝে ৭৯ জন ছাত্রী স্টার নম্বর পেয়েছে। হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছিল ৮২ জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৮১ জন। এদের মাঝে স্টার পেয়েছে ৭০ জন। মিরপুর হারম্যান মেইনার স্কুল ও কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ৫১ জন। সবাই প্রথম বিভাগ, স্টার পেয়েছে ৫০ জন। গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ১৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮১ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ধানমণ্ডি গবর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী ছিল ১৮৩ জন। এদের মধ্যে ১৭৫ জন প্রথম বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং মাত্র ২ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে।

মহানগরীর নামী স্কুলগুলোর মধ্যে সবগুলোরই ফল এই ধরনের। এমনকি কম নামী অথবা অখ্যাত অনেক স্কুলের ফলও প্রায় একই ধরনের। যেমন মুসলিম মডার্ন একাডেমির পরীক্ষার্থী ছিল ১৫৫ জন। এর মধ্যে ১৪১ জন প্রথম বিভাগে, ৫ জন দ্বিতীয় এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। নাখালপাড়া হোসেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৩ জন

(আটের পাতায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ফল খবুই ভাল, অজস্র স্টার ঃ কলেজে ভর্তির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০৫ জন প্রথম এবং ১১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। শহীদ রমিজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০৫ জন প্রথম বিভাগে, ৯ জন দ্বিতীয় এবং মাত্র ১ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে।এবারের এসএসসি পরীক্ষায় এই অভূতপূর্ব ফলের কারণ কি?এবার নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের পরীক্ষায় রচনামূলক প্রশ্নের পাশাপাশি ছিল ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের জন্য পাঁচ শ প্রশ্নের ১টি প্রশ্ন ব্যাংক ছিল। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রশ্ন ব্যাংক থেকেই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, এই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যাংকই এবারের অভূতপূর্ব ফলের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চালু করা হয়েছিল যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরা বই বা সমগ্র সূচী পড়ে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। নির্ধারিত পাঁচ শ প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নপত্রে ৫০টি প্রশ্ন দেয়া হয়। তাই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পুরা বই পড়ার তাগিদ বোধ করেনি। ঢাকা বোর্ডের কয়েকজন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছে, নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি ভাল। তবে নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে প্রশ্ন নির্ধারিত করে দেয়ায় মেধা যাচাইয়ের সুযোগ থাকছে না। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন ব্যাংকের নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করছে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল অনেক অভিভাবককেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। গতকাল (শুক্রবার) কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ হয়। তারা এই ফলে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে বলেন, এমনিতেই ভাল কলেজের সংখ্যা কম। ভাল কলেজে আসন সংখ্যাও সীমিত। সীমিত আসন সংখ্যার বিপরীতে উত্তীর্ণ বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির কি ব্যবস্থা হবে। এমন কি স্টার পাওয়া সব ছাত্র-ছাত্রীও কি ভাল কলেজে ঠাঁই পাবে?

দৈনিক বাংলা
15 AUG 1992